পাঠ ৬

কার্যকারীদের একে অন্যকে প্রয়োজন

কীম ছেলেদের ক্লাশে শিক্ষা দেবার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। সে তার শিক্ষা দেবার দানটি ব্যবহার করবার দ্বারা এর বিকাশ ঘটাচ্ছে। এক রবিবার ক্লাশে শিক্ষা দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে তার বন্ধু জনের সাথে দেখা হল। জন লক্ষ্য করল যে কীমকে কেমন যেন নিরুৎসাহ মনে হচ্ছে।

"ক্লাশ কেমন হচ্ছে" জন জিজ্ঞাসা করল।

কীম উত্তর করল, "আজকে তেমন ভাল নয়। মাত্র চারজন ছাত্র এসেছিল। মনে হয় আমি হয়তো এই ক্লাশে শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত লোক নই।"

জন বলল, "কিন্তু হাল ছেড়ে দিও না কীম। ঈশ্বরের বাক্য একটা বীজের মত। তুমি তা রোপণ করতে থাক ঠিক সময়ে ফল পাবে। সময় দাও। প্রার্থনার সাহায্যে ক্ষেতে জল দাও, দেখবে ঈশ্বর ফসল দেবেন।"

কীম স্মিত হেসে বলল, "ঠিক সময়ে তোমার সাথে দেখা হল, জন। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার

কাছ থেকে আমি উৎসাহ ফিরে পেলাম। আমার ঈশ্বরের উপর আরও বেশী করে নির্ভর করা উচিৎ।"

এবার জনেরই হাসবার পালা। সে কিছু কাল ধরে অনুভব করেছে যে ঈশ্বর যেন তাকে উৎসাহ দেবার দানটি দিয়েছেন। এখন কীমের কথা শুনে সে আরও নিশ্চিত হল। সে কীমকে উৎসাহ দিতে পেরেছে বলে খুশী বোধ করল।

ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা দেন কেন, এই পাঠে আমরা তাই জানবো।

এই পাঠে আপনি পড়বেন

আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

একত্রে কাজ।

আমাদের পারস্পরিক মনোভাব।

এই পাঠ পড়ে আপনি

- ★ খ্রীষ্টিয় কার্যকারীদের মধ্যে কি প্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা উচিত, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ★ বিশ্বাসীদের একত্রে কাজ করবার ফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ★ মণ্ডলী রূপ দেহের সভ্য হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

লক্ষ্য ১ ঃ বিশ্বাসীদের মধ্যে কি প্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা উচিত তার দৃষ্টান্তগুলি সনাক্ত করতে পারা।

প্রথম পাঠে আমরা ঈশ্বরের কার্যকারীদের পরিবার সম্বন্ধে পড়েছি। একটা পরিবারভুক্ত হওয়ার মানে কি, চিন্তা করুন। এর উপকার অনেক।

পরিবারে একটা সদ্যজাত শিশুর প্রয়োজন, তার

মা ও অন্যান্য প্রিয়জনদের সান্নিধ্য ও ভালবাসা। মণ্ডলী রূপ পরিবারেও একই রূপ। কেউ যদি আমাদের মণ্ডলীতে যোগ দেয়, তবে তার এমন বোধ হওয়া উচিৎ। যেন সে এখানে একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি

পরিবারের মধ্যেই শিশুরা বেড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে। বিশ্বাসী পরিবারেও একইরূপ। কারণ তারা অন্যান্য বিশ্বাসীদের সান্নিধ্য লাভ করেই বেড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে। এজন্য অনেক বিশ্বাসীদের প্রয়োজন হয় না। মথি ১৮ঃ২০ পদে আমরা পড়ি যে যখনই দুই বা তিন জন বিশ্বাসী একত্রে মিলিত হন; যীশু সেখানে তাদের মধ্যে থাকেন। একজন খ্রীষ্টিয় কার্যকারীর পক্ষে যীশু ও তাঁর কার্যকারীদের সঙ্গ ছাড়া অতিরিক্ত সাহায্য কোথা থেকে পাওয়া সম্ভব?

প্রথম মণ্ডলীতে বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্রে মিলিত হতেন। তারা একত্রে সহভাগিতা রাখতেন ও পরস্পরের প্রয়োজনে সাহায্য করতেন। তারা পৃথিবীর বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভের জন্য একত্রে মিলিত হতেন। এইভাবে তাদের পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে তারা আবার পৃথিবীতে তাদের কাজ ও সাক্ষ্য বহন করতে যেতেন।

কার্যকারীরা সবাই একই পরিবারভুক্ত, এবং পরস্পর অংশীদার। যারা অংশীদার তারা একই কাজ করে ও একই বোঝা বহন করে। তারা একত্রে মিলে

একই কাজ করে। ১ করিন্থীয় ৩ঃ৯ পদে আমরা পড়ি যে আমরা—"পরস্পর অংশীদার আমরা একত্রে ঈশ্বরের জন্য কাজ করছি" (অনুবাদ)।

নিজেকে মণ্ডলীর অন্যান্যদের সাথে একজন অংশীদার হিসাবে ভাবুন। আপনাদের সকলের একই কাজ ও একই লক্ষ্য। এই কাজ করবার জন্য প্রত্যেককে সহযোগিতা করতে হবে। অন্যদের সাথে একত্রে কাজ করতে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রয়োজনীয়।

কিন্তু সহযোগিতা করতে হলে আমাদের সঠিক মানসিকতা থাকতে হবে। আপনি যখন কারও মধ্যে আগ্রহী মনোভাব লক্ষ্য করেন তখন আপনি খ্রীষ্ট দেহের জন্য একজন প্রয়োজনীয় লোককে লাভ করেন। আপনি যখন ক্ষমাশীল মনোভাবের একজনকে পান তখন আপনি খ্রীষ্ট দেহের জন্য একজন উপকারী ব্যক্তিকে পান। একজন পালক ঈশ্বরের দ্বারা আহুত এবং অনেক প্রতিভার অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারেন তবে একজন নেতা হিসাবে তিনি ব্যর্থ হবেন।

সবাই একই কাজ করতে পারবে, ঈশ্বর এমনটি আশা করেন না। তবে তিনি আমাদের মধ্যে সঠিক মনোভাব—খ্রীষ্টের মনোভাব দেখতে চান।

আপনার করণীয়

১। সহযোগিতা করবার জন্য কোন ব্যক্তিকে—
ক) অন্যদের সাথে কাজ করতে হবে।
খ) অনেক প্রতিভার অধিকারী হতে হবে।
গ) একাই তার কাজ করতে হবে।

২। নীচের (বামপাশের) দৃষ্টান্তগুলি কি প্রকার সম্পর্কের (ডান পাশে) উদাহরণ তা দেখান।

—ক আর্থার ও বব একত্রে তাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে সাক্ষ্য দান করে।

—খ বিল অন্যান্য বিশ্বাসীদের সান্নিধ্যে খ্রীষ্টিয় জীবনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

—গ জেইন বোধ করে যে প্রভুতে তার খ্রীষ্টিয় ভাই-বোনেরা

১) একই পরিবার ভুক্ত
২) একই কাজের অংশীদার।

তাকে ভালবাসে ও তার
প্রয়োজন বোধ করে।
—ঘ ফিলিপ ও ফ্রেড যুবকদের
জন্য একটা বাইবেল ক্লাশ
শুরু করবার ব্যাপারে
প্রার্থনা করে।

একত্রে কাজ

লক্ষ্য ২ঃ বিশ্বাসীদের একত্রে কাজ করা উচিত কেন তার কারণগুলি সনাক্ত করা।

কেউ যদি একটা সরু দড়ি দিয়ে আপনার দুই হাত বেঁধে রাখত তাহলে এক হেঁচকা টান দিয়ে আপনি দড়িটা ছিঁড়ে বাধন-মুক্ত হতে পারতেন।

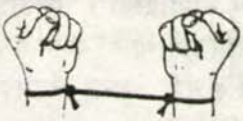

কিন্তু অনেকগুলো দড়ি দিয়ে যদি আপনার দু'হাত বাঁধা হোত তাহলে অত সহজে আপনি সেগুলির বাঁধন মুক্ত হতে পারতেন না। সেইরূপ, বিশ্বাসীরা একত্রে যে কাজ করতে পারেন একা তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সবাই যখন একত্রে কাজ করে তখনই দেহ শক্তি-শালী।

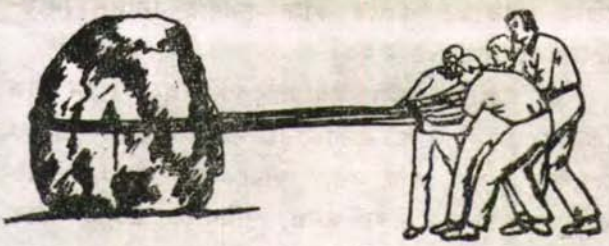

পুরাতন নিয়মে আমরা পড়ি যে নহিমিয় যিরুশালেমের দেওয়াল পুনরায় নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তার কাজ আরম্ভ করবার আগে থেকেই তিনি জানতেন যে শত্রুরা তার কাজে বাধা দিবে, আর তার পক্ষে একা এই কাজ করা সম্ভব নয়। শেষে সব যিহুদীদের সাহায্যে দেওয়াল পুনরায় নির্মিত হয়েছিল (নহিমিয় ৩ অধ্যায়)।

নানা ধরনের লোক এই নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন—তাদের মধ্যে ছিলেন যাজক, একজন স্বর্ণকার, অধ্যক্ষ, ব্যবসায়ী, আরও একজন লোক যিনি সুগন্ধি প্রস্তুত করতেন। এইভাবে এক মহান কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, একজন লোক যা করতে পারতেন না।

নূতন নিয়মে আমরা পাঠ করি যীশু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জন্য বারো জন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন (মার্ক ৩ ঃ ১৩—১৫)। আবার দু'জন দু'জন করেই তিনি তাদের প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন (মার্ক ৬ ঃ ৭)। আমরা আরও পড়ি যে প্রথম মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা কোন

কোন লোকদের একত্রে কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ২)।

এটা মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা। যে কাজ কোন লোকের পক্ষে একা করা সম্ভব নয়, তা অনেক লোকের একত্রে কাজ করার দ্বারা সম্ভব হয়। পালক বা সুখবর প্রচারক একা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করতে পারেন না। প্রত্যেক বিশ্বাসীরই যীশুর বার্তা অন্যদের কাছে বহন করে নিতে সাহায্য করা উচিত। ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণে প্রত্যেকেরই একটা ভূমিকা আছে। কেউ প্রচার করে, কেউ শিক্ষা দেয়, কেউ গান করে, সবাই প্রার্থনা করে, আর এইভাবে নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। এটাই একত্রে কাজ করা।

আপনার করণীয়

৩। বিশ্বাসীদের একত্রে কাজ করা উচিত কেন তার কারণটির পাশে টিক চিহ্ন দিন।

ক) পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের নির্দেশ ও পরিচালনা দেন।

ঘ) কোন কোন কাজ কেবল বিশ্বাসীদের একত্রে কাজ করার দ্বারাই সম্ভব।

গ) যারা প্রভুর কাজ করেন তারা এই কাজে মহা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন।

আমাদের পারস্পরিক মনোভাব

লক্ষ্য ৩ঃ কার্যকারীদের নিজেদের প্রতি ও অন্য কার্যকারীদের প্রতি কিরূপ মনোভাব থাকা উচিত, যে পদগুলি তা দেখায় সেগুলি মনোনীত করা।

দক্ষিণ আমেরিকায় একটা কথা প্রচলিত আছেঃ 'এক হাত অন্য হাতকে ধোয়ায়'। ১ করিন্থীয় ১২ঃ ১৪-২৬ পদে আমরা অনুরূপ একটা ধারণার কথা পাঠ করি।

আপনার করণীয়

৪। ১ করিন্থীয় ১২ঃ ১৪—২৬ পদ পড়ুন, তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) ক'টি অংগের কথা বলা হয়েছে ?.....

খ) প্রতিটি অংগ তার নিজের সম্বন্ধে কি বলতে পারে না ?

... ...

গ) প্রতিটি অংগ অন্য অংগের সম্বন্ধে কি বলতে পারে না ?

... ...

উপরের পদগুলিতে আমরা দেহের সম্বন্ধে প্রেরিত পৌলের প্রদত্ত শিক্ষা পাঠ করি। আসুন মণ্ডলীর কার্যকারীদের প্রতি আমরা এই শিক্ষা প্রয়োগ করে দেখি।

মণ্ডলীর একটা 'অংগ' হয়ত একজন শিক্ষক। ঐ একই মণ্ডলীতে আর একটা 'অংগ' হয়ত একজন ভাই, যিনি গীর্জায় আগত লোকদের স্বাগতঃ জানান। যিনি লোকদের স্বাগতঃ জানান তিনি ভাবতে পারেন, হয়তো তার কাজটা মণ্ডলীতে তেমন প্রয়োজনীয় নয়। সাধু পৌল তাকে বলতেন "সেটা তোমার মণ্ডলীর অংগ হও-

য়ার পথে বাধা নয়। তুমি লোকদের স্বাগতঃ না জানালে প্রবেশ পথে কে তাদের স্বাগতঃ জানাত? শিক্ষককে তার ক্লাশে শিক্ষা দিতে হবে। সে প্রবেশ পথে থাকতে পারে না। খ্রীষ্ট দেহে তোমার প্রয়োজন আছে।"

শিক্ষক হয়তো ভাবতে পারেন যে তার কাজ বেশী দরকারী তিনি মনে মনে বলতেও পারেন যে, আসলে অভ্যর্থনাকারীকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তার এইরূপ চিন্তা করা অন্যায় হবে!

ঈশ্বরই প্রত্যেককে মণ্ডলীতে স্থাপন করেছেন। এক-জনকে তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। লোকেরা যেন খোলা মনে আমন্ত্রিতের ন্যায় গীর্জায় প্রবেশ করে, সে জন্য তিনি অন্য একজনকে অভ্যর্থনাকারী হিসাবে

নিযুক্ত করেছেন। তিনি মণ্ডলীতে অন্যান্য কার্যকারীদেরও দিয়েছেন। মণ্ডলীতে তাদের সবারই প্রয়োজন আছে।

আপনি যখন মণ্ডলীতে আপনার ও অন্য বিশ্বাসীদের কাজের কথা চিন্তা করেন, তখন সাধু পৌল আপনাকে এই মনোভাব পোষণ করতে বলেন ঃ তাদের যেমন আমাকে প্রয়োজন ; তেমনি আমারও তাদেরকে প্রয়োজন।

ইফিষীয় ৫ ঃ ২৯—৩০ পদে লেখা আছে, "কেউ তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সে তার দেহের ভরণ-পোষণ ও যত্ন করে। ঠিক সেইভাবে খ্রীষ্টও তাঁর মণ্ডলীর যত্ন করেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অংশ।" কেউই তার নিজ দেহ বা এর কোন অংশকে ঘৃণা করে না। মণ্ডলীর সভ্যদেরও একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত না, কারণ সবাই একই দেহের অংশ। যখন চোখ জানে যে তার কানের প্রয়োজন এবং হাত জানে যে পা ছাড়া সে অচল তখনই দেহে একতা আসে।

ঈশ্বর যেখানে যেভাবে আমাদের দিয়েছেন, সেখানে সেইভাবে আমাদের কাজ করা উচিত। আমরা যদি, আমাদের কাজ না করে গুরুত্বপূর্ণ পদ চাই। তবে ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করতে পারেন না। আমরা যে, যে কাজের জন্য উপযুক্ত, যদি তাকে সেই কাজের জন্য ব্যবহার করতে ঈশ্বরকে সুযোগ দেই তবেই আমরা মণ্ডলীর বৃদ্ধি দেখতে পাব।

প্রার্থনা, দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হওয়া, সাহায্য, ভাল-

বাসা, যত্ন নেওয়া, নিয়মিত একত্রে মিলিত হওয়া, একে অন্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের ভার বহন করা উচিত।

খ্রীষ্টিয় কার্যকারীর কাজ কতই না সুন্দর!

আপনার করণীয়

৫। মনে করুণ, আপনার কয়েকজন বন্ধু বুঝতে পারছে না, কার্যকারীদের খ্রীষ্ট দেহের অংশ হওয়ার মানে কি। তারা যা বলে তা নীচে দেওয়া হয়েছে। বাইবেলের কোন পদ তাদের কোন—কথা সংশোধনে সাহায্য করে, তা দেখান।

১) ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১৫
২) ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১৮
৩) ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১৯
৪) ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ২১

...ক আমি যে পদ মর্যাদা চাই সেই পদ মর্যাদা দিলে, তবেই আমি মণ্ডলীতে কাজ করব।

...খ মণ্ডলীতে পালক ছাড়া অন্য কোন কার্যকারীর দরকার নাই।

...গ আমি ঈশ্বরের বাক্য বলবার দানটি পেয়েছি বলে, আমার শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার দরকার নাই।

...ঘ আমি প্রেরিত কিম্বা ভাববাদী নই বলে, খ্রীষ্ট দেহে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

...ঙ আমার শিক্ষা দেবার দানটি নাই বলে, আমি খ্রীষ্ট দেহের অংশ নই।

আপনার উত্তর

৩। খ) কোন কোন কাজ কেবল বিশ্বাসীদের একত্রে কাজ করবার দ্বারাই সম্ভব। (ক ও খ) সত্য, কিন্তু সেগুলি কারণ দেখাবার দরকার নেই।

১। ক) অন্যদের সাথে কাজ করতে হবে।

৪। ক) চারটি ঃ পা, হাত, কান, চোখ (আপনি যদি ১৭ পদের ঘ্রাণ শক্তি ধরেন, তবে নাক সহ পাঁচটি।)

খ "আমি দেহের অংশ নই।"

গ) "তোমাকে আমার দরকার নাই।

২। ক ২) একই কাজের অংশীদার।
খ ১) একই পরিবারভুক্ত।
গ ১) একই পরিবারভুক্ত।
ঘ ২) একই কাজের অংশীদার।

৫। ক ২) ১ করিন্থীয় ১২ঃ১৮
খ ৩) ১ করিন্থীয় ১২ঃ১৯
গ ৪) ১ করিন্থীয় ১২ঃ২১
ঘ ১) ১ করিন্থীয় ১২ঃ১৫
ঙ ১) ১ করিন্থীয় ১২ঃ১৫।